তোহফায়ে শায়খ

তাসউফের প্রথম সবক ও জরুরী হেদায়াত

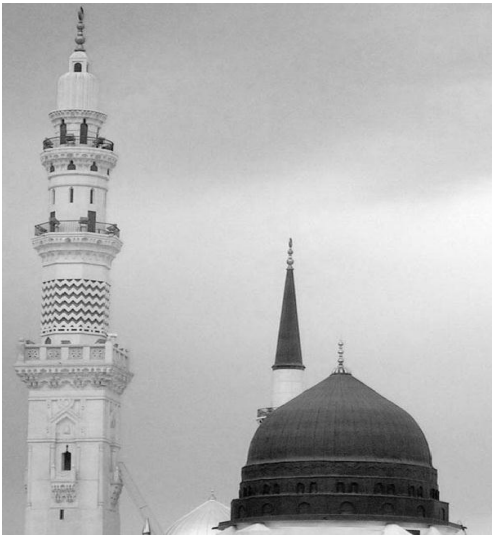

হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর

দোয়া ও অভিমত

حامدا ومصليا ومسلّما.أمّا بعد.

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসেল করা, তাঁর মহব্বত, কুর্‌ব ও নৈকট্য অর্জন করা সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের মেহনতকেই তাসাউফের মেহনত বলে। সাধারণ মানুষ যাকে পীর-মুরীদী বলে বুঝে থাকে। তবে এই মেহনত অবশ্যই শরীয়ত অনুমোদিত তরীকায় হতে হবে। সুন্নত পরিপন্থী ও শরীয়ত বিরোধী সকল কাজই গোমরাহী। আমাদের আকাবির এক হাতে কিতাব ও সুন্নাহ এবং অপর হাতে আল্লাহ্ তা'আলার ইশ্‌ক ও মহব্বতের পেয়ালা নিয়ে চলতেন।

কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হলো, বর্তমান আমাদের দেশে তাসাউফের বিষয়টি নিয়ে এক দিকে যেমন চরম উদাসীনতা রয়েছে, অপর দিকে তেমনি রয়েছে চরম বাড়াবাড়ি। কেউ কেউ তো বলেই চলেছে, কুরআন-হাদীসে পীর-মুরীদী বলতে কিছু নেই। পীর-মুরীদীর দরকারও নেই। আবার আরেক দল মনে করে, পীর-মুরীদী ছাড়া ঈমানদারই হওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ উভয় প্রান্তিকতা হতে হেফাজত করুন এবং সীরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন।

তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মশুদ্ধি অর্জনকারীকে সফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

অর্থ- যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, সে সফল হয়ে গেল। (আ'লা, ১৮)

এই আয়াতে যেন প্রতিটি মুমিনকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি সফলতা অর্জন করতে চাইলে আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ কর।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীমাত, হিদায়াত ও তারীখের মাঝেও একই সবক পাওয়া যায়। তাইতো হাদীসে জিব্‌রাঈলে উল্লেখ আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা

হলো, 'ইহসান' কী? উত্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

অর্থ- তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (বুখারী, ৫০)

এ হাদীসে ইবাদতের যে স্তরের কথা বলা হয়েছে, পরিভাষায় তাকে 'মাকামে ইহসান' বলে। আত্মশুদ্ধি ছাড়া এ মাকাম অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। আর আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গগণের সোহবত অবলম্বন করা।

যাহোক, আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন আমার নির্দেশে তরীকতের মেহনতের সহায়ক হিসেবে 'তাসাউফের প্রথম সবক ও জরুরী হেদায়াত' নামে একটি সংকলন তৈরি করেছে, যা মুবতাদী (তাসাউফের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যক্তি) এর জন্য পড়া ও মানা অপরিহার্য।

ইমাম সুফ্য়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ রহ. বলেছেন,

تنزلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ.

অর্থ- 'নেক্কার ব্যক্তিগণের আলোচনার সময় আল্লাহ্ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হয়'।

সে হিসেবে পুস্তিকাটিতে দু'জন বুযুর্গ তথা শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ও ফিদায়ে মিল্লাত সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। চার তরীকার শাজারাহ্ ও ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর 'নসবনামা'ও উল্লেখ করা হয়েছে। (বরকত হিসেবে আমাদের শায়খ দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও উল্লেখ করেছি। - সংকলক) আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং এ রিসালাকে কবূল করুন। আমীন!

মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন

তারিখ ২০/০৩/২০১৬ ঈসায়ী

শায়খুল আরব ওয়াল আজম শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর সংক্ষিপ্ত

জীবনী

জন্ম- ১৯ শে শাওয়াল ১২৯৬ হিজরীতে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় সায়্যিদ পরিবারে এ মহামানব জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা- ১৩০৯ হিজরীতে ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. এর বিশেষ সাহচর্য ও তত্ত্বাবধান দ্বারা স্বীয় জীবনকে আলোকিত করেন। দীর্ঘ সাত বছর লাগাতার অধ্যয়ন করে ১৩১৬ হিজরীতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখা শেষ করেন।

রওজা মুবারকের পাশে হাদীসের দরস- ১৩১৬ হিজরী হতে ১৩৩৫ হিজরী পর্যন্ত মধ্যবর্তী কয়েক বছর ব্যতীত দীর্ঘ চৌদ্দ বছর রওজা মুবারকের পাশে হাদীসের দরস দানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। চারো মাযহাবের শত শত তালিবে ইলম তাঁর দরসে বসে ধন্য হয়েছেন। নববী হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা এক নবী-প্রেমিকের মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

উস্তাদের খিদমত- হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' উপলক্ষ্যে মদীনায় পৌঁছলে হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. স্বীয় উস্তাদের খিদমত ও তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯১৬ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাধে শায়খুল হিন্দ রহ. গ্রেফতার হয়ে মাল্টার কারাগারে নির্বাসিত হলে তিনিও উস্তাদের খিদমতের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কারা বরণ করে নেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস পদে যোগদান- ১৯২৭ ঈসায়ী সনের কথা। বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ইমামুল আস্‌র আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখন দারুল উলূমের পৃষ্ঠপোষক হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. শায়খুল ইসলাম মাদানী রহ.কেই শায়খুল হাদীস পদে অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মুজাহাদা ও ইজাযত প্রাপ্তি- দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারাগাতের পরপরই তিনি ফকীহুন নফ্স হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। বায়আতের পরেই পিতার সাথে মদীনায় চলে যান। তখন হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. মক্কায় অবস্থান করতেন। স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের নির্দেশে হাজী সাহেব রহ. এর তত্ত্বাবধানে তাসাউফের সবক শুরু করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, ছয় মাস যেতে না যেতেই হাজী সাহেব রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। মাদানী রহ. তারপরেও মেহনত-মুজাহাদা করতেই থাকেন। ১৩১৮ হিজরীতে পুনরায় ভারতে এসে স্বীয় মুরশিদ হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর সান্নিধ্য লাভ করেন। সে বছরই হযরত গাঙ্গুহী রহ. হযরত মাদানী রহ.কে বায়'আতের ইজাযত দেন।

রচনাবলী- নকশে হায়াত, সালাসিলে তায়্যিবাহ, আশ্শিহাবুস্ সাকিব, মুত্তাহেদাহ কাওমিয়া আওর ইসলাম, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, সিয়াসী মাকালাত, ফতোয়ায়ে শায়খুল ইসলাম, আসীরে মাল্টা, তাকারীরে বুখারী ও তাকারীরে তিরমিযী ইত্যাদি। অবশ্য এগুলোর মধ্যে কিছু তাঁর নিজস্ব রচনা। কিছু তাঁর দরসের তাকরীর ও বয়ানের সংকলন। আর কিছু তাঁরই বিভিন্ন কিতাবের নির্বাচিত অংশের সংকলন।

মৃত্যু- ১৩৭৭ হিজরীতে এ মহান সাধক পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীতে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী রহ. এর পায়ের দিকে স্বীয় উস্তাদ ও মুরব্বী শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

ফিদায়ে মিল্লাত, কুতবুল আলম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আস'আদ মাদানী রহ. এর সংক্ষিপ্ত

জীবনী

জন্ম- দ্বীন ও মিল্লাতের কাণ্ডারী এই মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ ৬ই যি-ক'দাহ্ ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ২৭ এপ্রিল ১৯২৮ ঈসায়ী রোজ শুক্রবার ভারতের ঐতিহ্যবাহী সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শায়খুল আরব ওয়াল আজম, কুতবুল আলম, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর জৈষ্ঠ পুত্র। আধ্যাত্মিকতা ও রূহানিয়তের পূণ্যভূমি ঐতিহাসিক দেওবন্দের নূরানী পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেন। বংশপরম্পরায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৬তম উত্তর পুরুষ।

শিক্ষা- হযরত রহ. এর শিক্ষার সূচনা হয় স্বীয় আম্মাজানের হাতে। আম্মাজানের ইন্তিকালের পরে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা কারী আসগর আলী রহ. এর তত্ত্বাবধানে হযরত রহ. এর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৩৬১ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৩৬৮ হিজরীতে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীসের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ছোটবেলা থেকে আব্বাজানকেই স্বীয় মুরশিদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পরে স্বীয় মুরশিদ আব্বাজানের ইশারায় তাসাউফের মেহনতের জন্য দীর্ঘ এক বছর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন এবং রওজা মুবারকের ফুয়ূয ও বারাকাত লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রায় এক যুগ অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে বিনা বেতনে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

খিদমত- ফিদায়ে মিল্লাত রহ. ছিলেন অসহায় মানুষের খুবই আপন। দুঃখ-দুর্দশায় ছুটে যেতেন তাদের কাছে পাগলের মতো। তাদের কল্যাণে নিজের জান-মাল বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। এ জন্যই তাঁকে বলা হয়ে থাকে ফিদায়ে মিল্লাত তথা জাতির কল্যাণে উৎসর্গীত।

তিনি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যপক তৎপরতা চালান। বায়তুল মাকদিস সংরক্ষণ আন্দোলন, রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে মিশরের কায়রোতে আহুত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সেমিনারে অংশগ্রহণ, পবিত্র কাবা-ঘরের গোসল অনুষ্ঠানে যোগদানসহ নানামুখি কাজ আঞ্জাম দেন।

মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল-আখলাক সংশোধনের ফিকির নিয়ে তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই সফর করেছেন। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নিখিল ভারতের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তাঁর দক্ষ রাহবরিতে সুলূকের সুধা পানে ধন্য হয়েছেন বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত মুরীদান। তাঁর রূহানী ফয়েযে ধন্য খলীফাদের সংখ্যা তিন শত নয় জন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছেন পয়ত্রিশ জন। শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এদের মধ্যে অন্যতম।

ওফাত- ক্ষণজন্মা এই মহামনীষী ৭ই মুহার্‌রম ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ীতে তাঁর অগণিত মুরীদানকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান। দারুল উলূম দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

বরকতময় নসবনামা

কুতবুল আলম ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র ও সাহাবী হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা. এর পয়ত্রিশতম উত্তর পুরুষ। নিম্নে ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর বংশ তালিকা উল্লেখ করা হলো,

০১. কুতবুল আলম ফিদায়ে মিল্লাত সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.
০২. তাঁর বাবা শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.
০৩. তাঁর বাবা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ্ রহ.
০৪. তাঁর বাবা সায়্যিদ পীর আলী রহ.
০৫. তাঁর বাবা সায়্যিদ জাহাঙ্গীর বখ্শ রহ.
০৬. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ নূর আশরাফ রহ.
০৭. তাঁর বাবা সায়্যিদ মুদ্দন রহ.
০৮. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ মুহাম্মাদ মাহে শাহী রহ.
০৯. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ খায়রুল্লাহ রহ.
১০. তাঁর বাবা সায়্যিদ সিফাতুল্লাহ রহ.

১১. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ মুহিব্বুল্লাহ রহ.
১২. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ মাহমূদ রহ.
১৩. তাঁর বাবা সায়্যিদ লুধন রহ.
১৪. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ কলন্দর রহ.
১৫. তাঁর বাবা সায়্যিদ মুনাওয়ার রহ.
১৬. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ রাজু রহ.
১৭. তাঁর বাবা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ রহ.
১৮. তাঁর বাবা সায়্যিদ মুহাম্মাদ যাহেদী রহ.
১৯. তাঁর বাবা সায়্যিদ নূরুল হক রহ.
২০. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ যায়্দ রহ.
২১. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ আহমাদ যাহেদ রহ.
২২. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ হামযাহ রহ.
২৩. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ আবূ বকর রহ.
২৪. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ উমার রহ.
২৫. তাঁর বাবা সায়্যিদ শাহ মুহাম্মাদ রহ.
২৬. তাঁর বাবা সায়্যিদ আহমাদ তুখতা রহ.
২৭. তাঁর বাবা সায়্যিদ আলী রহ.
২৮. তাঁর বাবা সায়্যিদ হুসাইন রহ.
২৯. তাঁর বাবা সায়্যিদ মুহাম্মাদ মাদানী ‘নাসির তিরমিযী’ রহ.
৩০. তাঁর বাবা সায়্যিদ হুসাইন রহ.
৩১. তাঁর বাবা সায়্যিদ মূসা রহ.
৩২. তাঁর বাবা সায়্যিদ আলী রহ.
৩৩. তাঁর বাবা সায়্যিদ হুসাইন আসগর রহ.
৩৪. তাঁর বাবা সায়্যিদ আলী যায়নুল আবিদীন রহ.
৩৫. তাঁর বাবা সায়্যিদ হুসাইন শহীদে কারবালা রা.
৩৬. তাঁর সম্মানিতা মা সায়্যিদা ফাতিমা রা.
৩৭. তাঁর সম্মানিত বাবা সারওয়ারে কায়েনাত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত

জীবন ও কর্ম

জন্ম

(জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে) ১৯৭৫ ঈ. সনের ১৫ ই মার্চ রোজ শনিবার মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানায় অবস্থিত পূর্ব রাখিরকান্দি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শায়খ দা. বা. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মরহুম আব্দুর রশীদ মাঝী।

বাবার ইন্তেকাল

ছোটবেলায়ই শায়খ দা. বা. এর বাবা এন্তেকাল করেন। ভাই-বোনদের মাঝে শায়খ দা. বা. সবার ছোট। তখন শায়খ দা. বা. প্রাইমারী স্কুলে ও সবাহী মক্তবে পড়তেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

শায়খ দা. বা. এর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেরই প্রাইমারী স্কুলে ও সবাহী মক্তবে হয়েছে। এরপরে দিঘীরপাড় মুহাম্মাদিয়া মাদরাসায় ইবতেদায়ী হতে নতুন করে পড়া-লেখা শুরু করেন। হযরত শায়খ দা. বা. নাহবেমীর জামাতে পড়াবস্থায় বছরের মাঝেই এই মাদরাসাটিকে কর্তৃপক্ষ আলিয়া মাদরাসায় রূপান্তর করে ফেলেন। আলিয়া মাদরাসায় যেহেতু দ্বীনী বিষয়গুলোকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়, তাই শায়খ দা. বা. সেখান হতে চলে আসেন। কিছু দিন চাঁদপুর এক মাদরাসায় এবং বছরের বাকী দিনগুলো নারায়নগঞ্জ দেওভোগ মাদরাসায় পড়া-লেখা করেন।
পরের বছর ঢাকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল কুরআন চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় এসে হেদায়াতুন্নাহু জামাতে ভর্তি হন। দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত হযরত শায়খ দা. বা. সেখানেই অধ্যয়ন করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি

১৪১৯ হি. মোতাবেক ১৯৯৮ ঈ. সনে দারুল কুরআন চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসা হতে ফারেগ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ, উম্মুল

মাদারিস, ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি জগত-বিখ্যাত ও বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট কুতুবে সিত্তাহসহ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো অধ্যয়ন করার জন্য পূণরায় তাকমীল জামাতে ভর্তি হন। ১৪২১ হি. সনে দারুল উলূম দেওবন্দ হতে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

ফিক্হ ও ফতোয়া বিষয়ে অধ্যয়ন

দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারেগ হয়ে শায়খ দা. বা. উচ্চতর ফিক্হ ও ফতোয়া বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য ভারতের জালালাবাদের মুযাফ্ফরনগরে অবস্থিত বিখ্যাত মিফতাহুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তৎকালিন সময়ে সেখানে ফিক্হ ও ফতোয়া বিভাগের দায়িত্বশীল হিসেবে কর্মরত ছিলেন মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, ভারতের বরেণ্য মুফতী, হযরত মাওলানা মুফতী আরশাদ সাহেব দা. বা.। দীর্ঘ এক বছর শায়খ দা. বা. অভিজ্ঞ মুফতীগণের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থেকে ফিক্হ ও ফতোয়া বিষয়ে তামরীন-অনুশীলন করেন এবং ১৪২২ হিজরীতে প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখা শেষ করেন। সেই প্রতিষ্ঠান হতেই তিনি মুফতী হিসেবে ভূষিত হন।

তাসাউফের মেহনত

আগেই বলেছি, শায়খ দা. বা. দারুল কুরআন চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় হেদায়াতুন্নাহু জামাতে ভর্তি হন। ঐ বছরই আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ হন। শায়খ দা. বা. লেখা-পড়া, আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও মার্জিত অচরণের দ্বারা ইসহাক ফরীদী রহ. সহ অন্যান্য আসাতিযায়ে কিরামের মন জয় করতে সক্ষম হন। ফলে ইসহাক ফরীদী রহ.সহ অন্যান্য উস্তাদগণের সোহবত ও খেদমতের বেশ সুযোগ হয়।

সে সময় চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ. এর আসা-যাওয়া হত। উস্তাদগণের নিকট ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর গুণ-গরিমার কথা শুনে এবং ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর ব্যক্তিত্ব ও বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে শায়খ দা. বা. তাঁর প্রতি খুবই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তখন থেকেই ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর খিদমত করার ও

সোহবত গ্রহণের অদম্য আগ্রহ অন্তরে পোষণ করতে থাকেন। কিন্তু বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তেমন সুযোগ মিলত না।

হযরত শায়খ দা. বা. যখন জালালায়ন জামাতে পড়েন, তখন কর্তৃপক্ষের দাওয়াতে ফিদায়ে মিল্লাত রহ. চৌধুরীপাড়া মাদরাসা-মসজিদে রমজানের এক মাস অবস্থান করেন। শায়খ দা. বা. এ সুযোগকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করে দীর্ঘ এক মাস ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর খিদমত করার সুযোগ গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁর হাতে বায়আতও হয়ে যান। ধীরে ধীরে তাঁর বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা সায়্যিদ মাহমূদ আসআদ মাদানী দা. বা. এর সাথে ঘনিষ্ঠতাও হয়ে যায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখা শেষ না হওয়ার কারণে তখনও তাসাউফের মেহনত পুরোপুরি শুরু করতে পারেননি।

যে বছর হযরত শায়খ দা. বা. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন, সেই বছরের কথা। হযরত মাওলানা সায়্যিদ মাহমূদ আসআদ মাদানী দা. বা. পূর্ব সম্পর্কের ভিত্তিতে শায়খ দা. বা. কে বললেন, তুমি তো আগে থেকেই ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছ। এখন হযরতের সোহবতে বেশি বেশি আসা-যাওয়া কর এবং তাসাউফের পথে আগ্রসর হতে থাক।

তখন থেকেই মূলত শায়খ দা. বা. তাসাউফের মেহনত পুরোপুরি শুরু করেন এবং সবক-আসবাকের খুবই পাবন্দি করেন। দীর্ঘ দুই বছর ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর দরবারে আসা-যাওয়ার ও সোহবত গ্রহণ করার সুযোগ হয়। পর পর তিন রমজান তো পুরো সময়ই ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর খানকায় অবস্থান করেন। এরপরে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরেও রিয়াযত-মুজাহাদা অব্যহত রাখেন এবং পত্রের মাধ্যমে ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর সঙ্গে যোগাযোগ চালু রাখেন। দুই বছর পরে আবারো মাদানী প্রেমে ব্যকুল হয়ে উঠেন। রমজান মাসে ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর খানকায় ইতিকাফের নিয়তে দেওবন্দে চলে যান। সেখানে পুরো এক মাস তাঁর সোহবতে থাকেন। সে বছরই শায়খ দা. বা. ফিদায়ে মিল্লাত রহ. হতে ইজাযতপ্রাপ্ত হন।

বায়আতের সূচনা

হযরত শায়খ দা. বা. দেশে ফেরার পর প্রথম প্রথম বায়আত করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকটি কারণে শায়খ দা. বা বায়আত করা শুরু করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». (رواه الإمام ابن ماجة برقم ٢٢٣.)

অর্থ- নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী। নবীগণ দীনার এবং দিরহামের উত্তরসূরী বানান না। নবীগণ কেবল ইল্‌মে ওহীর উত্তরসূরী বানান। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে যেন পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল।

উক্ত হাদীস হতে প্রমাণ হয়, উম্মতের ঈমান-আমল সংশোধন করার ফিকির করা আলেমগণের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী। সে হিসেবে শায়খ দা. বা. এর উপরে এমনিতেই তো এ যিম্মাদারী বর্তায়। সাথে সাথে ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর মতো মহান ব্যক্তি বায়আতের ইজাযত দিয়ে এ যিম্মাদরীকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, বায়আতের মাধ্যমে সাধারণের সংশোধনের বিষয়টি যত বেশি কার্যকরী হয়, বায়আত ছাড়া তত বেশি কার্যকরী হয় না।

আমাদের মতো অনেক নাছোড় বান্দার পিড়াপিড়ি তো ছিলই। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্ রহ. এর নিকট কেউ বায়আত হতে এলে তাকে হযরত শায়খ দা. বা. এর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। হযরত শায়খ দা. বা. এর অনেক মুরব্বীগণও বায়আতের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এ সমস্ত কারণে শায়খ দা. বা. বায়আত করতে এক ধরণের বাধ্য হন।

অধ্যাপনা

প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখা শেষ করে দ্বীন ও ইল্‌মের খিদমতের জয্‌বায় শায়খ দা. বা. স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় অবস্থিত কলিমউল্যাহ কওমী মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা-জীবনের সূচনা করেন। প্রায় এক বছর সেখানে খুব সুনামের সাথে

নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এরপরে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকায় নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা হয়।

২৪/১২/২০০১ ঈ. সনে জামিয়া শারইয়্যহ মালিবাগ ঢাকায় হযরত শায়খ দা. বা.কে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন থেকে অদ্যবধি খুব সুনামের সাথে হাদীস ও ফিক্হের বিভিন্ন কিতাব পাঠদান করে যাচ্ছেন। বেশ কয়েক বছর ইফতা বিভাগের যিম্মাদারীও পালন করেছেন।

হযরত শায়খ দা. বা. এর কয়েকটি গুণ

হযরত শায়খ দা. বা. এর একটি বড় গুণ হলো, আদর, স্নেহ ও ভালোবাসার দ্বারা ছাত্রদের মন এমনভাবে কেড়ে নেন যে, বর্তমান যামানায় এর নজীর খুবই কম। আমি অনেক ছাত্রকে বলতে শুনেছি, হযরত শায়খ দা. বা. আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেন, মনে হয় আমাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

হযরত শায়খ দা. বা. উম্মতের দ্বীনদারীর বিষয় নিয়ে এত বেশি ভাবেন যে, তাঁর সঙ্গে যারা চলেছেন, তাঁর সোহবত গ্রহণের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তারা খুব সহজেই বলে ফেলেন, 'হযরত শায়খ দা. বা. হলেন ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর যোগ্য উত্তরসূরী'।

মানবসেবা

ইসলামে সৃষ্টির সেবার প্রতি খুবই তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে এর গুরত্ব ও ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ».

অর্থ- সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তাআলার পরিবার। আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে, যে তাঁর পরিবারের প্রতি দয়া করে।

(মু'জামে আওসাত, ৫৫৪১)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

অর্থ- যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া কর। তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (শুআবুল ঈমান, ১০৫৩৭)

হযরত খাদীজা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ.

কখনোই না! আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। অসহায়ের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন। মেহমানের আপ্যায়ন করেন। এবং বিপদগ্রস্থদের সহযোগিতা করেন। (বুখারী শরীফ, ৩)

আল্লামা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. বলেছেন, 'ইসলাম প্রচার হয়েছে খিদমতে খালক ও মানবসেবা এবং আখলাক ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। আজ আমরা খিদমত ছেড়ে দিয়েছি, উত্তম চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ভুলে গিয়েছি। মানুষ এখন খৃস্টানদের মতলবি মানবসেবা দেখে মুগ্ধ হয়।

আমি খাছভাবে ওলামা ভাইদের বলছি, আপনারা খিদমত শিখেন। মানবসেবার অভ্যাস গড়েন এবং আখলাক ও চরিত্রকে উন্নত করেন। সেবা এমন জিনিস যে, বিধর্মীরাও তা দ্বারা দুনিয়াতে উন্নতি পাবে। আলেমসমাজ যেদিন খিদমতে খালক ও মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে, সেদিন পৃথিবীতে মুসলিম জাতির উন্নতি ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে'। (বাইতুল্লাহর মুসাফির ৩৫৫-৩৫৬)

যাহোক, এক্ষেত্রেও শায়খ দা. বা. এর অবদান উল্লেখ করার মতো। শায়খ দা. বা. তাঁর মুতা'আল্লিকগণকে প্রায়ই একথা বলে থাকেন, মানবসেবা মানুষের অন্তরে প্রবেশের অন্যতম পথ। আপনারা মানবসেবার প্রতি এগিয়ে আসুন। মানবসেবার ময়দান এখন আমাদের শত্রুদের দখলে। এ ময়দানকে উদ্ধার করার চেষ্টা করুন।

শায়খ দা. বা. নিজেও বিভিন্ন সময় দরিদ্র কবলিত এলাকায় গিয়ে ত্রাণ বিতরণ করে থাকেন। আবার অনেক সময় স্বীয় মুতা'আল্লিকগণকেও পাঠিয়ে থাকেন।

সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় মিশনারী ও কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা রয়েছে তুলনামূলক বেশি, শায়খ দা. বা. সে সমস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করার চেষ্টা করে থাকেন।

গত ২০১৪ ঈসায়ীতে কয়েকজন সচেতন আলেমকে নিয়ে 'মানবসেবা বাংলাদেশ' নামে একটি অরাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সংগঠনের মাধ্যমেও নানা খিদমত আঞ্জাম দেন।

শায়খ দা. বা. প্রায়ই মুফতী শফী রহ. এর কথা বলে থাকেন যে, মুফতী শফী রহ. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় অকৃপণ হাতে দান করতেন। দ্বীনী কর্মকাণ্ডে অর্থ-সম্পদ দিয়ে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তার দানের ধারাবাহিকতা স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা সর্বাবস্থায় বহাল থাকত। এ ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তা এক দিকে যেমন শিক্ষণীয়, অপরদিকে তা ছিল অনুসরণীয়। তিনি দানের জন্য একটি থলে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁর আয়ের সামান্য একটি অংশ সব সময়ই সেই থলিতে রাখতেন। ফলে নিয়মিত দান করা তাঁর জন্য সহজ হত।

'জামি'আতুল আস'আদ আলইসলামিয়া ঢাকা' প্রতিষ্ঠা

হযরত শায়খ দা. বা. ছাত্র যামানা থেকেই আকাবিরে দেওবন্দের বিশেষ করে ফেদায়ে মিল্লাত সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী রহ. এর ফিকির ও আদর্শ লালন করে আসছিলেন। এ ফিকির ও আদর্শকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন

পুষছিলেন। ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর দাওয়াতী মিশন ও তাসাউফের মেহনতকে যিন্দা রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই তা যথাযথভাবে হয়ে উঠছিল না।

অপর দিকে কয়েক বছর আগে 'জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ' এর কর্তৃপক্ষ ইফতা বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময়ের তাকমীল জামাতের ছাত্ররা হযরতের নিকট আলাদা মাদ্‌রাসায় ইফতা বিভাগ খোলার জন্য আবেদন করেন।

এ সমস্ত কারণে হযরত শায়খ দা. বা. স্বীয় মুরব্বীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ২০০৯ ঈ. মোতাবেক ১৪৩০ হিজরীতে সদ্য ফারেগ মাওলানা আব্দুল হাসীব, মাওলানা ইউসুফ সুলতান ও মাওলানা লূতফুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে 'জামিআতুল আ'সআদ আলইসলামিয়া ঢাকা'র গোড়া পত্তন করেন।

মিশনারীদের অপতৎপরতা দমনে শায়খ দা. বা. এর অবদান

বর্তমানে সারাবিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে মিশনারীদের অপ-তৎপরতা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেবার ছদ্মাবরণে তারা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানাভাবে আঘাত হানছে। অসহায় জনসাধারণকে সেবার মাধ্যমে নিজেদের আয়ত্তে এনে খৃস্টান বানানোর পায়তারা করছে।

বিভিন্ন সমাবেশে ইসলাম ধর্মের উপর আঘাত করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। দেশের সম্মানিত আলেমগণের চরিত্রকে সাধারণের নিকট কলংকিত করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

দেশের নানা জায়গায় নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম শিশু-কিশোরদের অন্তরে খৃষ্টবাদের বীজ বপন করছে। সমান অধিকারের বুলি আউড়িয়ে মুসলিম নারীগণকে পর্দার ভেতর থেকে বাইরে এনে রাস্তায় নামাচ্ছে। ফলে দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী ও সচেতন আলেমগণ তাদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। সচেতন আলেমগণ সব সময়ই তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এক্ষেত্রেও শায়খ দা. বা. এর অবদান প্রশংসাযোগ্য। শায়খ দা. বা. বিভিন্ন সময়ই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে মুসলিম জনসাধারণকে বুঝিয়ে থাকেন। মিশনারীদের অপতৎপরতার কথা তাদের সামনে তুলে ধরেন। নিজের ছাত্র ও মুতা'আল্লিকগণকে জামাত বদ্ধ করে সে সমস্ত এলাকায় পাঠিয়ে থাকেন।

রচনাবলী

সালাফে সালেহীন যে সমস্ত উপায়ে দ্বীনের খিদমত করেছেন, লেখা-লেখি তার মাঝে অন্যতম। হযরত শায়খ দা. বা. এক্ষেত্রেও পূর্বসূরীগণের অনুসরণ করেছেন। 'মাসায়িলে মাইয়্যেত' ও 'রমজানের ফাজায়িল ও মাসায়িল' হযরত শায়খ দা. বা. এর যুগোপযোগী রচনা। আধুনিক মাসআলা সম্বলিত পুস্তিকা দুটি আলেম সমাজ ও সাধারণের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। 'উলামায়ে কিরামের যিম্মাদারী' নামে একটি পুস্তিকা জামি'আতুল আস'আদ আলইসলামিয়ার প্রকাশনা বিভাগ হতে পর পর দু'বার প্রকাশিত হয়েছে, যা মূলত শায়খ দা. বা. এরই বয়ানের সংকলন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ই. ফ. বা.) কর্তৃক প্রকাশিত আরবী-বাংলা অভিধানের কিছু অংশ শায়খ দা. বা. লিখেছেন। এ ছাড়াও তাঁর তত্ত্বাবধান, সম্পাদনা ও নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা

ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ঐক্যের গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার অনৈক্য সৃষ্টি করতে বারণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

অর্থ- তোমরা আল্লাহর রশিকে আকড়ে ধর। বিভেদ সৃষ্টি করো না। (সূরা আলে ইমরান, ১০৩)

আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ»

অর্থ- আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হবে না। সুতরাং তোমরা জামা'আতকে আকড়ে ধর। কারণ আল্লাহ তা'আলার রহমত জামাআতের উপরে রয়েছে। (মুজামে কাবীর, ১৩৬২৩)

এটা বাস্তব কথা যে, একজনে সারা দিন যতটুকু কাজ করতে সক্ষম, দশ জনে সারা দিন তার চেয়ে দশ গুণ নয়; বরং দশ গুণের চেয়েও অনেক বেশি কাজ করতে সক্ষম হয়। হাতের পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে যে কাজ করা সম্ভব, এক আঙ্গুল দিয়ে তার পঞ্চাংশ করা কখনোই সম্ভব হয় না।

যাহোক, এগুলো খুবই সহজ ও মোটা কথা। এগুলো বুঝার জন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান-বিদ্যার দরকার হয় না। এর থেকেই ঐক্যের গুরুত্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। শরীয়ত এ গুরুত্বের কথাটিই বিভিন্নভাবে বলেছে। পূর্ববর্তী আয়াত ও হাদীসেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

শায়খ দা. বা. এ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বিভিন্নভাবেই আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্ট করে থাকেন। মুন্সিগঞ্জ জেলা ভিত্তিক কওমী মাদরাসার আঞ্চলিক বোর্ড 'ইত্তেফাকুল মাদারিল আরাবিয়্যা' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। এটি মূলত আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টারই ফসল। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বীয় মুতা'আল্লিকগণকে হকপন্থী যেকোনো জামা'আতের সাথে মিলে-মিশে দ্বীনী কাজ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হজ্জ, উমরা ও রওজা পাকের যিয়ারত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য হজ্জ করবে এবং কোনো অশ্লীল কাজ করবে না ও পাপাচারিতে লিপ্ত হবে না, সে ঐ দিনের মতো হয়ে ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে। (বুখারী শরীফ, ১৫২১)

অপর এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ، إِلَّا الْجَنَّةُ».

অর্থ- (দুই উমরা) এক উমরা হতে অপর উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনার কাফ্ফারা হয়ে যায়। হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নেই। (ইবনে মাজাহ, ২৮৮৮)

অপর এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের যিয়ারতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে,

حدثنا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، حدّثنا مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي». (رواه الإمام الدارقطني في سننه ٣/٣٣٤ برقم ٢٦٩٥، في باب المواقيت، وقد صحّح هذا الحديث ابن السّكن، وعبد الحق، وتقي الدّين السبكي، واحتجّ به ابن الهمام في فتح القدير ٣/١٦٧، في كتاب الحج، في المقصد الثالث).

অর্থ- যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে। (সুনানে দারাকুতনী, ২৬৯৫)

নমুনা হিসেবে মাত্র তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে হজ্জ, উমরা ও রওজা পাক যিয়ারতের ফযীলতের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

এ সমস্ত ফযীলতের কারণে মু'মিন মাত্রই বায়তুল্লাহ ও রওজা পাক যিয়ারতের আকাঙ্খা অন্তরে পোষণ করে থাকে। শায়খ দা. বা.ও দীর্ঘ দিন যাবত এ আকাঙ্খা পোষণ করে এসেছেন। প্রায়ই দেখতাম, মুনাজাতের মাঝে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ আকাঙ্খার কথা বলতেন। আল্লাহ তা'আলা শায়খ দা. বা. এর এ আকাঙ্খা পূরণ করেছেন এবং অনেক বার হজ্জ, উমরা ও রওজা পাক যিয়ারতের তৌফিক দিয়েছেন। ২০০৯ হতে শুরু করে প্রতি বছরই শায়খ দা. বা. এর হজ্জের সফরে যাওয়ার সুযো হচ্ছে।

ফতোয়া প্রদানের যিম্মাদারী- মুফতী শফী রহ. বলেছেন, ফতোয়া প্রদান দ্বীনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার ফলাফল তৎক্ষণাত লাভ করা যায়। একজন লিখক নিজেকে লেখার কাজে ব্যস্ত রাখেন এবং অনবরত লিখেই

যান; কিন্তু মানুষ তার লেখা কতটা গ্রহণ করবে, এ লেখার দ্বারা মানুষ আদৌ উপকৃত হবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না।

একজন বক্তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। শ্রোতাগণ তার কথায় কেমন প্রভাবিত হলো, পরবর্তীতে তার কথার উপর কতটুকু আমল করবে, তার কিছুই জানার উপায় নেই। শিক্ষকের বেলায়ও একই কথা।

পক্ষান্তরে একজন মুফতীর ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরণের কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না। সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিয়ে তাকে সন্দিহান থাকতে হয় না। কারণ, সাধারণত এমন ব্যক্তিই মুফতীর শরণপন্ন হন, যিনি দ্বীনের কোনো বিধানের উপর আমল করতে গিয়ে অজ্ঞতার কারণে বাঁধাগ্রস্থ হন এবং ফতোয়া জেনে তার উপর আমল করতে উদ্যোগী হন। (মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ, ৫৮)

যাহোক, দরসদান, লেখালেখি ও ওয়াজ-নসীহতসহ দ্বীনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শায়খ দা. বা. এর বিচরণ রয়েছে। এ সকল খিদমতের পাশাপাশি যে দ্বীনী দায়িত্ব শায়খ দা. বা. এর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে, তা হলো মুসলমানদের দৈনন্দিন সমস্যার সহজ সমাধান বলে দেওয়া ও দ্বীনী বিধান উপস্থাপন করা।

মালিবাগ জামিয়ায় নিয়োগের পর হতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে জামি'আতুল আসআদ আলইসলামিয়া ঢাকার প্রধান মুফতীর দায়িত্বে রয়েছেন। এ ছাড়াও ২০০২ সাল হতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি 'মাসিক পাথেয়' এর ফতোয়া ও মাসাইল বিভাগে উত্তর প্রদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

তাসাউফের প্রথম সবক

আমাদের শায়খ পীরে কামেল, শায়খে তরীকত হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. চারো তরীকার ইজাযতপ্রাপ্ত। যেমনটা শাজারাহ্ হতে বুঝা যায়। তিনি শাজারায় উল্লিখিত বুযুর্গানে দ্বীনের ফুয়ূয ও বারাকাত হাসিলের উদ্দেশ্যে চারো তরীকায় বায়আত করে থাকেন। কিন্তু সাধারণত চিশ্তীয়া তরীকায় সবক দিয়ে থাকেন।

সে হিসেবে সকালে ফজরের পরে এবং বিকেলে মাগরিবের পরে কিছুক্ষণ নির্ধারিত কতগুলো যিকির করতে হয়। তাসাউফের পরিভাষায় যেগুলোকে ছয় তাসবীহের যিকির বলা হয়ে থাকে। তাসবীহ্গুলো হলো,

এক. **'سبحان الله'** সুব্হানাল্লাহ্ একশত বার

দুই. **'الحمد لله'** (আল্হাম্দুলিল্লাহ্) একশত বার

তিন. **'لا إله إلا الله'** (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) একশত বার

চার. **'أالله أكبر'** (আল্লাহু আক্বার) একশত বার

পাঁচ. **'أستغفر الله'** (আস্তাগফিরুল্লাহ) একশত বার

ছয়. **'صلى الله عليه وسلّم'** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একশত বার

এভাবে ফজরের পরে মোট ছয়শত বার এবং মাগরিবের পরে মোট ছয়শত বার উক্ত তাসবীহগুলো পাঠ করতে হবে।

যদি সকালের তাসবীহগুলো কোনো কারণে ফজরের পরে পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে যোহরের আগে কোনো এক সময় পড়ে নিবে। আর বিকেলের তাসবীহগুলো কোনো কারণে মাগরিবের পরে পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে ঘুমোনোর পূর্বে কোনো এক সময়ে পড়ে নিবে।

যদি ব্যস্ততার কারণে একসাথে তাসবীহগুলো পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে শায়খের অনুমতিক্রমে চলাফেরায়, দোকানপাটে কিংবা অফিস-আদালতে থেকেও অল্প অল্প করে আদায় করা যেতে পারে।

যিকিরগুলোর সঠিক ও যথাযথ উচ্চারণ শায়খের নিকট হতে অথবা কোনো সুন্নতের অনুসারী আলেমের নিকট হতে শিখে নিতে হবে।

যদি কারোর সুযোগ হয়, তাহলে পঞ্চম নাম্বার যিকিরে 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ্'র বদলে নিম্নবর্ণিত এস্তেগফার পড়বে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

'আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম, ওয়া আতূবু ইলাইহ্'

আর ছষ্ট নাম্বার যিকিরে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এর বদলে নিম্নবর্ণিত দরূদ পাঠ করবে।

اللَّهم صلّ على سيدنا ومولنا محمّد وعلى آله وصحبه وبارِكْ وسلِّمْ كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى.

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহ্‌বিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারদা'।

উপরোল্লিখিত যিকিরগুলোর অনেক ফযীলত ও সোয়াবের কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

শায়খের পক্ষ হতে জরুরী নসীহত

এক. শির্‌ক মহাপাপ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো যাবে না।

দুই. দরগা-মাজারে মান্নত করা, সিজদা করা, নানা ধরণের শিরকী কাজে লিপ্ত হওয়া, ওরশ করা বা ওরশে যাওয়া, বিধর্মীদের রুসূম-রেওয়াজ পালন করা অনেক বড় গুনাহ। কাজেই সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে আল্লাহর

পথের পথিক ও আমার মুরীদগণের জন্য এ সকল কাজ হতে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

তিন. মাতা-পিতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। তাদেরকে খুশি করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। সুতরাং কোনোভাবেই মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। সাধ্যানুসারে খেদমতের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

চার. মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। মিথ্যা বললে রহমতের ফেরেশ্তা দূরে সরে যায়। সুতরাং মিথ্যা বলা ও মিথ্যাকে সমর্থন দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

পাঁচ. হারাম ভক্ষণ করলে ইবাদত ও দোয়া কবূল হয় না। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের মাঝে বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সুদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে কব্জ করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, লটারী, জুয়া ইত্যাদি অবৈধ পন্থাকে উপার্জনের মাধ্যম বানানো যাবে না।

ছয়. ঝগড়া-বিবাদের কারণে সমাজ হতে আল্লাহ তা'আলার রহমত উঠে যায়। কাজেই পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, গালমন্দ ও যাবতীয় নিন্দনীয় কথা-কাজ পরিহার করতে হবে।

সাত. নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাযের মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে কথা বলে। সুতরাং সকল মুসলমানের কর্তব্য নামাযের এহ্তেমাম করা। ফরজ নামায জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। সুন্নত নামাযের পাবন্দ হতে হবে। যে নামাযগুলো ইতোপূর্বে ছুটে গেছে, সেগুলো ধীরে-ধীরে আদায় করে নিতে হবে। সুযোগ হলে নফল নামাযও পড়া উচিত।

আট. রোজা মু'মিনের ঢাল। রোজার পুরস্কার আল্লাহ তাআলা নিজে দিবেন। রমজান মাসের রোজা মু'মিনের উপর ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় কোনোভাবেই রমজান মাসের রোজা ছাড়া যাবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সুন্নত ও নফল রোজারও অনেক সোয়াব ও ফযীলত রয়েছে।

নয়. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে হকদারকে যাকাত দেওয়া ও পবিত্র হজ্জ পালন করা ফরজ হয় এবং কুরবানি ও সদকায়ে ফিত্র আদায় করতে হয়।

কাজেই কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট জেনে সম্পদের এ হকগুলো আদায় করতে হবে।

দশ. মনে রাখতে হবে, কারোর হক নষ্ট করা মারাত্মক অন্যায়। কাজেই মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান ও সকল হকদারের হক আদায় করতে হবে।

এগারো. হকপন্থী ও সুন্নতের অনুসারী আলেমগণের তালীমী-মজলিসে শরীক হওয়ার দ্বারা এবং তাঁদের ওয়াজ-নসীহত শোনার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। আমলের জয্বা পয়দা হয়। পুরো দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই যথাসম্ভব এগুলোতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

বারো. পীর-মুরীদী লাইনে তারাক্কীর জন্য এবং তা'আল্লুক মা'আল্লাহ পয়দা হওয়ার জন্য খুবই জরুরী নিজ শায়খের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা। বেশি বেশি তাঁর সোহবত ও সান্নিধ্য অর্জন করা। কাজেই অমার মুরীদগণও বছরে কমপক্ষে দুবার সাক্ষাৎ করবেন ও সোহবতে থাকার চেষ্টা করবেন। প্রতি মাসে একবার হলেও ফোনে বা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

তের. মহিলাগণ স্বীয় মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। স্বামীর কথা মান্য করে চলবেন। শ্বশুর-শাশুরির খেদমত করবেন। তাদেরকে খুশি করে চলবেন। মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে পর্দা রক্ষা করে চলবেন এবং তাদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন।

চৌদ্দ. নারী-পুরুষ সকলকে অবশ্যই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদার অনুসারী হতে হবে।

পনের. আমার কাছে বায়আত হতে হবে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। বিপদ-আপদ দূর হওয়া, মামলায় জয়লাভ করা, টাকা-পয়সার মালিক হওয়া ইত্যাদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আমার কাছে এলে কোনো লাভ হবে না।

ষোল. সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখার চেষ্টা করবেন। নিজের ছেলে-মেয়ে ও অধিনস্তদেরকে শিখানোর ব্যবস্থা করবেন। সামর্থ হলে নিজ এলাকায় মক্তব চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

বিশেষ উপদেশ

নশ্বর দুনিয়ার মোহে পড়ে অবিনশ্বর আল্লাহ তা'আলাকে ভুলা যাবে না। লিল্লাহিয়ত ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে নিজের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে। দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

শাজারাহ্

শাজারাহ্ বলতে মূলত তাসাউফের সনদকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সনদের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। সনদ ছাড়া দ্বীনী কোনো বিষয় গ্রহণ করার অনুমতি ইসলামে নেই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অন্যতম শাগরিদ, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক রহ. তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন,

«الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ»

অর্থ- সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত, তবে যার যা ইচ্ছা বলে বেড়াত। (মুসলিম শরীফের ভুমিকা দ্রষ্টব্য)

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন,

«إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»

অর্থ- এই ইল্ম তো দ্বীন। সুতরাং যাদের থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে, তাদেরকে পরখ করে দেখ। (মুসলিম শরীফের ভুমিকা দ্রষ্টব্য)

এ কারণেই তো দেখা যায়, দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে সনদ সহ। সনদ ছাড়া দ্বীনী কোনো বিষয়কেই গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। হাদীস ও ফিকহের যেমন সনদ রয়েছে, তেমনি তাসাউফের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য সনদ।

তাসাউফের গ্রহণযোগ্য সনদ

সারা বিশ্বে প্রচলিত তাসাউফের গ্রহণযোগ্য সনদ চারটি। যথা-

এক. চিশতীয়া তরীকা
দুই. কাদেরীয়া তরীকা
তিন. নকশবন্দীয়া তরীকা
চার. সুহরাওয়ারদীয়া তরীকা

নিচে শায়খ দা. বা. এর তাসাউফের সনদ উল্লেখ করা হলো,

চিশতীয়া তরীকার পরিচয়

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. ছিলেন জগত-বিখ্যাত আল্লাহর ওলী। ৬৩৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর নামেই মূলত এ তরীকার নাম রাখা হয়েছে চিশতীয়া তরীকা।

চিশতীয়া তরীকার সনদ বা শাজারাহ্

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম, ফিদায়ে মিল্লাত, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামে রাব্বানী ফকীহুন নফ্স মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মিঞাঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানবী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুর রহীম শহীদ রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল বারী আমরুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আয্দুদ্দীন আমরুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মুহাম্মাদ আলমক্কী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ শাহ্ মুহাম্মাদী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মুহাম্মাদ আরেফ রুদাওলাভী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ আহমাদ আরেফ রুদাওলাভী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ অব্দুল হক রুদাওলাভী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ জালালুদ্দীন কাবীরুল আওলিয়া পানীপথী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শামসুদ্দীন আত্-তারকী পানীপথী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদুল আরেফীন খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমাদ সাবের পীরানে কালিয়ারী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ আল-আজুধিনী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামুয্ যামান মারকাযুত্ তরীকত **খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী রহ.**
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা উসমান হারূনী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা শরীফ যানদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মওদুদ চিশতী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ ইউসুফ চিশতী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ মুহাম্মাদ চিশতী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ আহমাদ আবদাল চিশতী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ ইসহাক শামী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মামশাদ আলাভী দিনাওরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ হুবায়রা বসরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হুযায়ফা মারআশী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা ফুযায়ল ইবনে আয়ায রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাসান বসরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা.
আর তিনি তো ধন্য হয়েছেন সারওয়ারে কায়েনাত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত পেয়ে।

কাদেরীয়া তরীকার পরিচয়

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী নামে একজন মহান সাধক ছিলেন। ৫৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। বরকতের জন্য তাঁর নামেই এ তরীকার নাম রাখা হয়েছে কাদেরীয়া তরীকা।

কাদেরীয়া তরীকার সনদ বা শাজারাহ্

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম, ফিদায়ে মিল্লাত, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামে রাব্বানী ফকীহুন নফ্স মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মিঞাঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানবী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুর রহীম শহীদ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল বারী আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আয্দুদ্দীন আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মুহাম্মাদ আলমক্কী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ শাহ্ মুহাম্মাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মুহাম্মাদ কাসিম আওয়াদীহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ বুদ্দাহান বাহরাইচী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মাখদুম জাহাঁনিয়ানে জাহান্গাশ্ত রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ উবায়দ ইবনে ঈসা রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ উবায়দ ইবনে আবুল কাসিম রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবুল মাকারিম আলফাযেল রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ কুতবুদ্দীন আবুল গায়ছ রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ শামসুদ্দীন আলী আফলাহ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ শামসুদ্দীন হাদ্দাদ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামুল আওলিয়া শায়খ মুহিউদ্দীন **আব্দুল কাদের জিলানী রহ.**
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবূ সাঈদ মাখযুমী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ আবুল হাসান কুরাশী আলী নাহকারী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবুল ফার্হ তর্তুসী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আব্দুল আযীয তামীমী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা অবূ বকর শিবলী রহ. তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদুত তায়েফা জুনায়দ বাগদাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হযরত সার্‌রী সাক্তী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মারূফ কারখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ দাউদ আত্-তাঈ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাবীব আলআজমী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাসান বসরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা.
আর তিনি তো ধন্য হয়েছেন সারওয়ারে কায়েনাত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত পেয়ে।

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার পরিচয়

খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী নামে এক মহান পুরুষ ছিলেন। ৭৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ মহান পুরুষের নামেই এ তরীকার নাম রাখা হয়েছে নক্‌শবন্দীয়া তরীকা।

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার সনদ বা শাজারাহ

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম, ফিদায়ে মিল্লাত, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামে রাব্বানী ফকীহুন নফ্‌স মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মিঞাঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানবী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা শাহ আব্দুল্লাহ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ আদম বানূরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আহমাদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা বাকীবিল্লাহ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আমকাঙ্গী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা দরবেশ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা যাহেদ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা উবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা ইয়াকুব চারখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আলাউদ্দীন আত্তার রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ **বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী রহ.**
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আমীরে কালাল রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুহাম্মাদ বাবা সামাসী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আলী রামিতনী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মাহমুদ আবুল খায়র ফাগনাভী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুহাম্মাদ আরেফ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা রিইউগারী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আব্দুল খালেক ফাজদাওয়ানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা ইউসুফ আলহামদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ আলী গামেদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবুল কাসেম কুশায়রী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবূ আলী দাক্কাক রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা আবুল কাসেম নাসিরাবাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা অবূ বকর শিবলী রহ. তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদুত তায়েফা জুনায়দ বাগদাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হযরত সার্‌রী সাক্‌তী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মারূফ কারখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ দাউদ আত্‌-তাঈ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাবীব আলআজমী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাসান বসরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা.
আর তিনি তো ধন্য হয়েছেন সারওয়ারে কায়েনাত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত পেয়ে।

সুহ্‌রাওয়ার্‌দীয়া তরীকার পরিচয়

শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্‌দী নামে এক বড় বুযুর্গ ছিলেন। ৬৩২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর নামেই এ তারীকার নাম রাখা হয়েছে সুহ্‌রাওয়ার্‌দীয়া তরীকা।

সুহ্‌রাওয়ার্‌দীয়া তরীকার সনদ বা শাজারাহ্‌

শায়খে তরীকত, পীরে কামেল, হযরত মাওলানা মুফতী হাফীজুদ্দীন সাহেব দা. বা. এর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম, ফিদায়ে মিল্লাত, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ইমামে রাব্বানী ফকীহুন নফ্‌স মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ মিঞাঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানবী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুর রহীম শহীদ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল বারী আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আয্‌দুদ্দীন আমরুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মুহাম্মাদ আলমক্কী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ শাহ্‌ মুহাম্মাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ আজমাল বাহরাইচী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল ফাত্‌হ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ সদরুদ্দীন রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা মুলতানী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ **শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্‌দী রহ.**
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ যিয়াউদ্দীন আবূন্‌ নাজীব সুহ্‌রাওয়ার্‌দী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ ওযীহুদ্দীন আব্দুল কাহের সুহ্‌রাওয়ার্‌দী রহ.

তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আহমাদ দীনাওরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মামশাদ আলাভী দীনাওরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ সায়্যিদুত তায়েফা জুনায়দ বাগদাদী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ হযরত সার্‌রী সাক্‌তী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ মারূফ কারখী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খ দাউদ আত্‌-তাঈ রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাবীব আলআজমী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন শায়খুল মাশায়েখ খাজা হাসান বসরী রহ.
তাঁর শায়খ ও পীর হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা.
আর তিনি তো ধন্য হয়েছেন সারওয়ারে কায়েনাত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত পেয়ে।
(তথ্যসূত্র- শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. সংকলীত সালাসিলে তায়্যিবা)

চিশতীয়া তরীকার বিশেষ অবদান

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পীর-মাশায়েখ, দরবেশ ও বুযুর্গগণের অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাঁদের ইখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ ভূখণ্ডের মানুষ ইসলামের সম্পদ লাভ করেছে। আর এর পুরোভাগে ছিলেন শায়খুল ইসলাম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এবং তাঁর সিলসিলার বুযুর্গানে দ্বীন। তাঁরা অতি সহজেই এই ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের মনকে জয় করে নিয়েছিলেন। হযরত সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর ভাষায়-

'ভারত বিজয়ের আগেই ইসলামের চার রূহানী সিলসিলা- কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নক্শবন্দীয়া এবং সুহরাওয়ারদীয়া জন্ম লাভ করেছে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়েছে।

এই চার সিলসিলার প্রত্যেকটির মাধ্যমেই ভারতবর্ষ উপকৃত হয়েছে। ভারতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটিরই অবদান রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিজয় এবং ইসলামের চারা রোপনের জন্য আল্লাহ তাআলা চিশতীয়া সিলসিলাকেই বেশি কবূল করেছেন।

এর পেছনে কী গুঢ় রহস্য আছে, তা তো আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসার মতো নয়; তবে এতটুকু বলা যায় যে, এই সিলসিলার জন্ম ও বৃদ্ধি সবই ঘটে ভারতের পার্শবর্তী দেশ ইরানে। সে হিসেবে এ ভূখণ্ডের সাথে চিশতীয়া সিলসিলার প্রতিবেশিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, এ সিলসিলার বিশেষত্ব হলো ইশ্ক ও মহব্বত, যা অতি সহজেই ভারতবাসীর মন জয় করেছে। কেননা ইশক ও মহব্বত এই ভূখণ্ডের মাটি ও পানির সাথে মিশে ছিল সেই প্রাচীন কাল থেকেই। (তারীখে দাওয়াত ওয়াআযীমাত ৩/২২)

চিশতীয়া তরীকার কর্মময় শাখা সাবেরীয়া

চিশতীয়া তরীকার একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন খাজা ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ (গঞ্জেশকর) রহ.। তাঁর অন্যতম খলীফা হলেন শায়খ আলী আহমাদ সাবের পীরানে কালিয়ারী।

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থের লেখক এক আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি যে, তিনি বড় মাকামের দরবেশ ছিলেন। তাঁর সোহবতের বড় প্রভাব ছিল। তিনি দীগারীর বাসিন্দা ছিলেন। হযরত ফরীদুদ্দীন রহ. এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন।

(সিয়ারুল আওলিয়া-১৮৫)

এই মহান বুযুর্গের প্রতি সম্পৃক্ত করে এ সিলসিলাকে বলা হয়ে থাকে 'সিলসিলায়ে সাবেরিয়া চিশতিয়া'। এই সিলসিলাতে বড় বড় আল্লাহ-ওয়ালা, পীর-মাশায়েখ ও বিজ্ঞ সমাজ সংস্কারক জন্ম নিয়েছেন।

বর্তমান যুগে আল্লাহ তা'আলা এই সিলসিলার বুযুর্গগণের মাধ্যমে দ্বীনের সংরক্ষণ ও সংস্কারের বিশ্বব্যাপী কাজ নিচ্ছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদরাসা, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত খানকার মাধ্যমে এই সিলসিলার ফুয়ূয ও বারাকাত সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। (তথ্যসূত্র, মাজাল্লাতুল কাওসার আশ্‌শাহরিয়া, আগস্ট ২০০৫)